তারিখ 14 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ ১৬ কলাম ৬

সমকাল

আজ পরীক্ষা

মেরিন একাডেমির ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে শঙ্কা

■ কামরান সিদ্দিকী

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ২০১৬ সালের ৫৩ ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। একাডেমির ওয়েবসাইটে রাজশাহী কেন্দ্র ছাড়া দেশের অন্য কোনো কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরের বিপরীতে নাম প্রকাশ করা হয়নি। এবারই প্রথম চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরীক্ষা বাণিজ্যিক নগরটির কোনো কেন্দ্রে না নিয়ে একাডেমির ভেতরে নেওয়া হচ্ছে। এসব ঘটনাকে 'অস্বচ্ছতা' হিসেবে চিহ্নিত করে ভর্তি প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটা থেকে দেশের চারটি জোনের মোট পাঁচটি কেন্দ্রে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন, এসব অভিযোগ 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। ভর্তি প্রক্রিয়া শতভাগ 'স্বচ্ছতার সঙ্গে' সম্পন্ন হবে।

ওয়েবসাইটে রোল নম্বর থাকলেও নাম নেই : মেরিন একাডেমির ভর্তি পরীক্ষা হয় চারটি জোন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়। একাডেমি সূত্রে জানা গেছে, এ ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

মেরিন একাডেমির ভর্তি প্রক্রিয়া

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বছর মোট দুই হাজার ১৪০টি ফর্ম বিক্রি হয়েছে। ফরম বিক্রির শেষ সময় ছিল ৬ অক্টোবর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, ৪ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ২৫০টি ফরম বিক্রি হয়। পরের দু'দিনে বাকি এক হাজার ৮৯০টি ফর্ম কীভাবে বিক্রি হলো, তা একটি বড় প্রশ্ন। এদিকে গতকাল বিকেল ৫টায় এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময়েও একাডেমির ওয়েবসাইটে শুধু রাজশাহী কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরের বিপরীতে নাম প্রকাশ করা হয়নি। অন্য কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরের উল্লেখ রয়েছে। প্রতি বছর সব ভর্তিচ্ছুর রোল নম্বরের বিপরীতে নাম প্রকাশ করা হলেও এ বছর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ড. সাজিদ হোসেন সমকালকে বলেন, 'সকল পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর ও ছবি আমাদের কাছে রয়েছে। ওয়েবসাইটে নাম প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।' শুধু রাজশাহী কেন্দ্রের ভর্তিচ্ছুদের নাম প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটি বোঝার জন্য দেওয়া হয়েছে।'

চট্টগ্রামে পরীক্ষা একাডেমির ভেতরে : এ বছর মেরিন একাডেমির চট্টগ্রাম জোনের পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ। কিন্তু গত ৯ অক্টোবর মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ড. সাজিদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে জানানো হয়, '৫৩ ব্যাচ ক্যাডেট নির্বাচনী লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ) পূর্বনির্ধারিত চট্টগ্রাম কলেজ কেন্দ্রের পরিবর্তে মেরিন একাডেমি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।' হঠাৎ কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো কারণ সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জেসমিন আক্তার সমকালকে বলেন, 'একাডেমি থেকে আমাদের বলা হয়েছে, ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় ভেন্যু পরিবর্তন করা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ড. সাজিদ হোসেন বলেন, 'আগে চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ প্রভৃতি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হতো। এসব কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ন্যূনতম একটি খরচ রয়েছে। সে খরচ বাঁচাতে কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে।'